জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ছালাতের পদ্ধতি

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ মুযাফফর বিন মুহসিন

যে যে সূরা ও আয়াতের জবাব দিতে হবে

যে যে সূরা ও আয়াতের জবাব দিতে হবে :

(ক) সূরা আ'লার প্রথম আয়াত পাঠ করলে বলবে سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى (সুবহা-না রবিবয়াল আ'লা)।[1]

(খ) সূরা ক্বিয়ামাহ-এর শেষে বলবে سُبْحَانَكَ فَبَلَى (সুবহা-নাকা ফা বালা)।[2]

(গ) সূরা রহমানের আয়াত 'ফাবি আইয়ে আ-লা-ই রাবিবকুমা তুকাযিবা-ন' -এর জবাবে বলবে لاَ بِشَىْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ (লা বিশায়ইম মিন নি'আমিকা রববানা নুকাযিবু ফালাকাল হাম্দ)।[3]

(ঘ) সূরায়ে গাশিয়া-র শেষে اللهُمَّ حَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَسِيْرًا (আল্লা-হুম্মা হা-সিবনী হিসা-বাঁই ইয়াসীরা) বলা যায়।[4] উল্লেখ্য, হাদীছে সূরা গাশিয়া উল্লেখ নেই। রাসূল (ছাঃ) কোন ছালাতে এভাবে বলতেন। ছালাতের মধ্যে কুরআন তেলাওয়াতের সময় হিসাব নেয়ার কথা আসলে এটা বলা যাবে। উত্তম হল নফল ছালাতে বলা।[5] তবে যেকোন ছালাতে শেষ তাশাহহুদে বসে দরূদের পর পড়া যাবে।[6]

ফুটনোট

[1]. আবুদাঊদ হা/৮৮৩, ১/১২৮ পৃঃ, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৮৫৯, 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ।

[2]. আবুদাঊদ হা/৮৮৪, ১/১২৮ পৃঃ, সনদ ছহীহ।

[3]. তিরমিযী হা/৩২৯১, ২/১৬৪ পৃঃ, 'সূরা রহমানের তাফসীর' অনুচ্ছেদ, সনদ হাসান; মিশকাত হা/৮৬১; ছহীহাহ হা/২১৫০।

[4]. আহমাদ হা/২৪২৬১; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৭৩২৮, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৫৫৬২, 'ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায়, 'হিসাব ও মীযান' অনুচ্ছেদ।

[5]. আলবানী, তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ১৮৫।

[6]. আহমাদ হা/২৪২৬১; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৭৩২৮, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৫৫৬২; ছিফাতু ছালাতিন নবী, পৃঃ ১৮৪।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=1920

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন